আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনায় বড় ভাই ও ভাবীকে কুপিয়ে জখম

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনায় বড় ভাই ও বৌমাকে গুরুতর জখম করলেন ছোট ভাই ও তার ছেলে। বাদীর অভিযোগ কালক্ষেপণ করছে তদন্ত কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গা বাঁশবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই আবুল কালাম (৪৮) ও তার স্ত্রী লতা (২০) কে গুরুতর জখম করলেন ছোট ভাই আলম (৪৫) ও তার ছেলে ইমন (২১)। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী কালামের ছেলে ও লতার স্বামী তরিকুল (২৭) বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গত শুক্রবার ঘটনাটির সূত্রপাত হয় সেচস্পাম্প মেশিনের কিছু নতুন যন্ত্রাংশ চুরি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আবুল কালামের পানের বরজে নষ্ট হয়ে থাকা সেচপাম্প মেশিন ঠিক করার জন্য কিছু নতুন যন্ত্রাংশ কেনা হয়। যা নষ্ট মেশিনের পাশে রাখা ছিল বলে জানা যায়। এ সময় কালামের ছোট ভাই আলমের ছেলে ইমন ওখানে আসে তখন মেশিনের পাশে কেউ ছিলো না। বরজ থেকে ইমনকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাদী তরিকুল দেখে। দুইজনের মধ্যে মেশিন ঠিক করার বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ইমন বরজ থেকে বেরিয়ে গেলে মেশিনের কাছে কোন নতুন যন্ত্রাংশ না পেয়ে তরিকুল তার বাবা আবুল কালামকে জানাই।

সেচপাম্পের নতুন যন্ত্রাংশ না পাওয়ায় আবুল কালাম ছোট ভাইয়ের ছেলে ইমনকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে ঘটনাটি বাগ-বিতণ্ডায় রূপ নেয়। পরবর্তীতে ছোট ভাই আলম ও তার ছেলে ইমন রাগান্নিত অবস্থায় লাঠিসোটা নিয়ে কালামের মাথায় আঘাত করে, বাদী তরিকুল বাবাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও আঘাত করে বিবাদীরা।

শশুর এবং স্বামীকে গৃহবধূ লতা বাঁচাতে গেলে, চাচা শ্বশুর আলম এবং চাচাতো দেবর ইমন উভয়ই লতাকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করলে মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে বিবাদীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় কালাম, ছেলে তরিকুল, বৌমা লতাকে এলাকাবাসী উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হারদীতে ভর্তি করে। সকলেই এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে বলে জানা যায়। এরমধ্যে তরিকুল কিছুটা সুস্থ হয়ে, অভিযোগ দায়ের করে বলে জানা যায়।

তরিকুল কিছুটা অভিযোগের সুরে সাংবাদিকদের কে জানান, আলমডাঙ্গা থানার এস আই নিয়ামুল তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণ করছেন। এদিকে বিবাদী পক্ষ তাদেরকে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে আসছেন বলে জানান।

এ বিষয়ে দ্বায়িত প্রাপ্ত কর্মকর্তা এস আই নিয়ামুল তার প্রতি তরিকুলের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলমান রয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, বাদী ও বিবদী, প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসীদের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত রির্পোট প্রদান করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মন্বয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

আলমডাঙ্গায় ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল আলমডাঙ্গা পোস্ট অফিসের সামনে এই ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এলাকার অসহায় দুস্থ মানুষের সেবায় মেডিপ্লাসের সৌজন্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিলন। উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মামুন। এই ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্পে সেবাদানকারী চিকিৎসকরা হলেন মূল উদ্যোক্তা ডাক্তার সুব্রত প্রমানিত, ডাক্তার তাহমিদ আশরাফ, ডাক্তার বিতাশী চক্রবর্তী।

ডাক্তার সুব্রত প্রমানিত বলেন, আমার এলাকার অসহায় দুস্থ মানুষের চিকিৎসা সেবায় আরও বৃহৎ পরিসরে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমি এবং আমার বন্ধু চিকিৎসকদের সাথে নিয়ে শুরু করছি। পরবর্তীকালে এই রকম ফ্রি ডেন্টাল মেডিকেল ক্যাম্প চলমান থাকবে বলে আশা করছি।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ব্যক্তির মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার তিওর বিলা গাজীপাড়ায় গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে ছাদের উপর রড উঠানোর সময় বিদ্যুতের তারে স্পর্শ লেগে রিকাত আলী (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহত রিকাত আলী ওই এলাকার মৃত শাকের আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক বিরোধের কারণে নিজ জমিতে নির্মাণকাজ শুরু করতে না পারায় রিকাত আলী পূর্বে ক্রয় করা রডগুলো বড় ভাই কিতাব আলীর বাড়ির ছাদে তুলছিলেন। এ সময় বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে যাওয়া পল্লী বিদ্যুতের প্রধান লাইনের সাথে রড স্পর্শ করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহতের পরিবার ও এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বড় ভাই কিতাব আলী জানান, “দীর্ঘ দুই বছর আগে পল্লী বিদ্যুতের লাইনের স্থানান্তরের জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। লাইনটি ছাদের উপর দিয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি ছিল।”

এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, পল্লী বিদ্যুতের অবহেলার কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারা দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন অপসারণ করে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গা সাউণ্ড লাইট ডেকোরেশন সমিতির কমিটি গঠন ও

আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা সাউণ্ড লাইট ডেকোরেশন সমিতির কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সকাল ১০টার সময় পান্না কমিউনিটি সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ঝলক ডেকোরেশনের মালিক খাইরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা লাইট সাউণ্ড ডেকোরেশরের সভাপতি খসরুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সমিতির মেহেরপুর শাখার সভাপতি সানোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, মোবারেক হোসেন, রনি আহম্মেদ, হান্নান আলি, সেলিম হোসেন, সালমান হোসেন, বাবুল মোল্লা, নাজমুল ইসলাম, আকিজ হোসেন, রুহুল আমিন প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে কমিটি গঠন করা হয়। পূর্বের কমিটি বহাল রেখে কমিটি ঘোষণা করা হয়। খাইরুল ইসলাম কে সভাপতি ও মোহাম্মদ শান্ত কে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে দেড় বছরের জন্য কমিটি পুনরায় বহাল রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা পৌরসভায় নির্বাচনী গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের গ্রাম কমিটির লক্ষ্যে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল ৩টায় ২নম্বর ওয়ার্ডে গ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও জেলা যুব জামায়াতের সভাপতি জনাব শেখ নুর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। তিনি বলেন, দূর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ বিনির্মানে একমাত্র জামায়েত ইসলামের

ন্যায় ও সততার দ্বারা সম্ভব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সংগ্রামী আমির ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জননেতা শফিউল আলম বকুল। তিনি বলেন, আল্লাহর ইবাদত মনে করে জামায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য ভোটের মাঠে মেধা শ্রম আর সততা আদর্শ নিয়ে কাজ করে যাবেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন আমির মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক বাবলু, পৌর শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন সভাপতি জনাব সাহিন শাহিদ,উপজেলা মানবাধিকার সম্পাদক জনাব শফিউজ্জামান মিঠু, ইউনিয়ন সেক্রেটারি জনাব আলতাফ হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি জনাব আনারুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল হালিম। ওয়ার্ড সহ সভাপতি লাহাউদ্দীনে সঞ্চালনায় প্রায় ৫ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার অতিপরিচিত বডিবিল্ডার রাজা আহম্মেদ আর নেই

আলমডাঙ্গা শহরের এক সময়ের সুপরিচিত বডি বিল্ডার স্টেশনপাড়া নিবাসী খন্দকার রাজা আহামেদ (৫৭) আর নেই।

আলমডাঙ্গার অতিপরিচিত বডিবিল্ডার রাজা আহম্মেদ আর নেইজানা গেছে, আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মরহুম খন্দকার আহমদ আলির ছেলে রাজা আহম্মেদ আজ শুক্রবার স্টেশনপাড়াস্থ নিজ বাসভবনে হার্ট স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বিকেল ৫টার সময় আলমডাঙ্গা দারুস সালাম প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের জামায়াতে ইসলামের মনোনীত প্রার্থী রাসেল পারভেজ,বিএনপি নেতা আনিসুর রহমান আনিস, সমাজসেবক লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, আলমডাঙ্গা জামে মসজিদের খতিব জুলফিকার আলি, সামসুল হক টুকু, আশরাফুল হক লুলু, আনোয়ার

হোসেন মৃধা, আব্দুল হাই, তফসির আহম্মেদ লাল, শাহ আলম মন্টু, রুনু খন্দকার প্রমুখ। জানাযা পরিচালনা করেন, আলমডাঙ্গা ওয়াপদা জামে মসজিদের ইমাম আইয়ুব আলি। নামাজের জানাজা শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের টাকা চুরির এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার, দুই চোর গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের জমানো টাকা চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়েরের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চুরি হওয়া টাকা উদ্ধারসহ দুই চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ বাজারের মদনবাবুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ টাকা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা গ্রামের দলিরুর রহমানের ছেলে রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু (৩৮) এবং মৃত খলিল হোসেনের ছেলে ভোলা হোসেন (৩৫)। পুলিশ জানায়, তারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেহালা গ্রামের মোছাঃ জোসনা খাতুন
(৬৮) নামের এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক তার প্রতিবন্ধী ছেলে মোবারককে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করেন। ভিক্ষার টাকাই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। গত ১৭ আগস্ট রাত ৮টার দিকে রাতের খাবার শেষে তিনি ও তার ছেলে বাজারে পান খেতে যান। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরের তালা ভেঙে টিনের বাক্সে রাখা তার জমানো ৫০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর টাকা না পেয়ে হতাশ বৃদ্ধা বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপরই আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নির্দেশে এসআই (নিঃ) মোঃ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে

পুলিশের একটি টিম চৌকস অভিযান চালিয়ে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার এবং ২৯ হাজার ৮০ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

স্থানীয়রা জানান, ভিক্ষুক জোসনার জীবনের সব সঞ্চয়ই ছিল ওই টাকা। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে টাকা উদ্ধারের ফলে তিনি স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় সাধারণ সভা ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভা ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেহেদী ইসলাম।

সভার শুরুতে উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, সড়কে অবৈধ ট্রলি বন্ধ, সিএনজি ও অন্যান্য গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিয়ে, ইভটিজিং, সন্ত্রাস ও মাদক প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেহেদী ইসলাম।

এছাড়া আলোচনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এমদাদুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা উদয় রহমান, রিসার্চ সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর জামাল হোসেন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম আউয়াল, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল, ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুর রহমান ওল্টু, ইউপি চেয়ারম্যান মিনাজ উদ্দিন, ইউপি চেয়ারম্যান মন্সি এমদাদ হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান শেখ আসাদুল হক মিকা ও ইউপি চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় নকল সার ও কীটনাশকে ছেয়ে গেছে বাজার- বিপাকে কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলায় নকল সার ও কীটনাশকে বাজার ছেয়ে গেছে। কৃষকরা পড়েছে বিপাকে। আলমডাঙ্গা পৌরসভার অভ্যন্তরে প্রশাসনের নাকের ডগায় গড়ে উঠেছে নকল সার ও কীটনাশক তৈরির কারখানা। বছরের পর বছর ধরে কৃষকদের প্রতারণা করে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা।

সরকারের কোন অনুমোদন ছাড়াই গোপনে নকল সার, কীটনাশক ও হরমোন তৈরি করে চলেছে পিসিআই এগ্রো নামে অনেক বেনামি কোম্পানি। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মত দেশে এমন নকল কৃষিপণ্য বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে বিপাকে পড়েছে কৃষক। ফসলের মান ও ফলন কমে গেছে। গত সোমবার আলমডাঙ্গা পৌরসভার মাদ্রাসা পাড়ার নিমাই চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে অজয় কুমার বিশ্বাস নওদাবন্ডবিল গ্রামে এলাকায় একাধিক গোডাউনে অভিযান চালিয়ে নকল সার ও কীটনাশক এবং বিভিন্ন অনুমোদনবিহীন কৃষিপণ্য, রুটপ্লাস ৩ হাজার কেজি, পিসি আই এর চমক ১২ লিটারের ১২৫ কার্টুন, পিসি আই রুট ৬৮৪০ কেজি, জিংক ১৬৪০ কেজি, ছিলেটেড জিংক ৬৬ কেজি, ছলুবোর ১৭১ কেজি ও ৩০০ কেজি সহ আরও অনেক দ্রব্য উদ্ধার করে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা আনন্দধাম এলাকার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করে দুটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান কে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। গতকাল সকাল ১১ টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে মুদি দোকান, জ্বালানী গ্যাস ও সার-বীজ দোকান প্রভৃতি তদারকি করা হয়। এ সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ ম্যাগনেসিয়াম সার বিক্রয়ের জন্য বিসিআইসি সার ডিলার মো: আব্দুল বারীর প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিরাজ এন্টারপ্রাইজের মালিক সিরাজুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ, মানহীন ও নিন্মমানের শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অপরাধে এই জরিমানা করা হয়। এছাড়াও মো: আব্দুর রহমানের প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফাতেমা স্টোরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

কৃষি উৎপাদন ও কৃষিপণ্যের গুনগত মান বজায় না থাকলে কৃষকরা বড়

ঝুঁকিতে পড়বে। দেশে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। কৃষকরা অর্থনৈতিক ভাবে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে।কৃষকদের সাথে এই ভয়ানক প্রতারণায় তাদের শ্রম, সময়, অর্থ নষ্ট হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভিন বলেন, কৃষি অফিসের অনুমোদন ছাড়াই এখানে সার ও কীটনাশক তৈরি, বাজারজাতকরণ এবং খোলা মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে। ইহা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। নকল সার ও কীটনাশক আমরা দ্রুত কৃষকদের হাতে পড়তে দেব না। অভ্যিান পরিচালনা করে দ্রুত ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে কৃষকরা এই সব নকল সার প্রয়োগ করে বড় ধরনের লোকসানে পড়েছে। অনেক কৃষক চোখের জলে, আর্তনাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বেলগাছির কৃষক আনোয়ার হোসেন বলেন, এইসব নকল সার প্রয়োগ করে আমি ক্ষতিগ্রস্ত। এদের আইনের আওতায় নিয়ে বিচার করে শাস্তির দাবি করছি।

কৃষকরা এই সব প্রতারণায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, চাষ-আবাদে নিরুৎসাহিত হবে। দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে বলে সচেতন মহল থেকে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে নির্বাচনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার উদ্যোগে ওয়ার্ড পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক নির্বাচনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াত কার্যালয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাচন বিভাগের পরিচালক মুহা. মামুন রেজা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী, জেলা সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা জর্জ কোর্টের এপিপি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “দেশের বেকার যুবসমাজকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে একটি ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজে বৈষম্য দূর করে ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনই আমাদের লক্ষ্য।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নির্বাচন পরিচালক ও জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু, জেলা আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক ও নাগদাহ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান দারুস সালাম, উপজেলা জামায়াতের আমীর ও আলমডাঙ্গা মহিলা ডিগ্রি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক শফিউল আলম বকুল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি বিলাল হুসাইন, দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, যুব বিভাগের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, আইন ও আদালত সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মানব সম্পদ সম্পাদক শফিউজ্জামান মিঠুসহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের আমীর-সেক্রেটারি ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সভাপতি ও দায়িত্বশীলগণ। কর্মশালায় বক্তারা আসন্ন উপজেলা ও জাতীয় নির্বাচনে সংগঠনের কৌশল, কর্মপরিকল্পনা এবং মাঠ পর্যায়ের সংগঠন শক্তিশালীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।